R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭২শ বর্ষ, ৩৪ শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১লা মাঘ বুধবার, ১৩৯২ সাল, ১৫ই জানুয়ারী ১৯৮৬ সাল। | নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা, বার্ষিক ১২৲, ১২৲ সডাক

এগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রীর অপকর্মে ক্ষুব্ধ চাষীরা ফিরে গেলেন

কৃষি সংবাদদাতা ঃ এগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রীজ করপোরেশনের তুন'াম চিরদিনের এবং সর্বজনবিদিত। আর একবার তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৩ জানুয়ারী সাগরদীঘি এ ডি ও অফিসে। ১৯৮৫-৮৬ সাল থেকে এই ব্লকে শুরু হয়েছে এস আর পি পি। চাল উৎপাদন বৃদ্ধির বহুমুখী এই পরিকল্পনায় রয়েছে অর্ধমূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থান। তারই সুবাদে প্রথম কিস্তিতে ২১০ টি প্রেয়ার বিক্রীর ব্যবস্থা হয়েছিল ১৩ জানুয়ারী। নির্বাচিত চাষীরা বহু কষ্ট করে টাকা যোগাড় করে এসেছিলেন প্রেয়ার কিনতে। বলা বাহুল্য তাঁদের প্রত্যেকেই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী। এসেছিলেন এগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রীজ করপোরেশনের দুই কর্তাব্যক্তি এবং একজন সেলসম্যান প্রেয়ার নিয়ে। বিক্রী শুরু হবে এমন সময় চাষীদের মধ্যে একজন আবিষ্কার করলেন প্রেয়ার অত্যন্ত নিম্নমানের। বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে জোরে চাপ দিলে প্রেয়ারের বডির চাদর বসে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন উপস্থিত ২৫০ জন চাষী। কৃষি কর্মীরা তৎপরতার সঙ্গে শান্ত করলেন তাঁদের। মহকুমা কৃষি আধিকারিক এলেন। চাষীদের পক্ষ থেকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্মারকলিপি পেশ করা হল তাঁর কাছে। স্মারকলিপিতে বলা হয় প্রেয়ার অত্যন্ত নিম্নমানের। যে কোন সময় ফেটে গিয়ে চাষীর জীবনহানি হতে পারে। কাজেই নিরাপত্তার অভাব। চাষীরা ভালো প্রেয়ার কিনতে চান।' মহকুমা কৃষি আধিকারিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে এবং এগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রীজ করপোরেশনের কর্তাব্যক্তিরা প্রেয়ার ফেরত নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করলে চাষীরা ফিরে যান। এগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রীজ করপোরেশনের এই ধরনের অপকর্মের দরুণ এইভাবে প্রতিহত হয় সাগরদীঘি ব্লকের এস আর পি পি। এখন এস আর পি পি-র প্রথম বছরের শেষ পর্যায়ের কাজ চলছে। ব্লকের (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

আমলাতান্ত্রিক গাফিলতিতে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির বাতিল

রঘুনাথগঞ্জ ঃ স্থানীয় বিবেকানন্দ ক্লাবের সভ্যবৃন্দ ক্লাবের রজত-জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে গত ১২ জানুয়ারী স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন। কিন্তু ঐ দিন শিবিরে উপস্থিত প্রায় শতাধিক স্বেচ্ছাসেবীকে বেলা ১২টার সময় জেলা সদর দপ্তর থেকে জানানো হয় রক্ত গ্রহণকারী মেডিক্যাল টিম আসবেন না। ক্লাব সম্পাদক আমাদের সংবাদদাতাকে জানান, বহরমপুর স্বাস্থ্য দপ্তরের অদ্ভুত ব্যবহারে তাঁরা মর্মাহত। বেলা ১০টায় মেডিক্যাল টিমের আসার কথা। কিন্তু ১১টা পর্য্যন্ত না আসায় তাঁরা টেলিফোনে বহরমপুরে যোগাযোগ করলে টিমের ইনচার্জ জানান গাড়ীর অভাবে তাঁরা রঘুনাথগঞ্জ যেতে পারছেন না। সি, এম, ও, এইচকে অনুরোধ করেও তাঁরা কোন গাড়ী পেলেন না তাই তাঁদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হলো না। ক্লাব সম্পাদক ক্ষোভের সঙ্গে আরো জানালেন, সরকার যেখানে রক্তদানের জন্য টি, ভি, রেডিও ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে জনসাধারণকে বারবার রক্তদানে অনুরোধ জানাচ্ছেন সেখানে গাড়ী না পাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে মেডিক্যাল টিমের এই শিবির বাতিল করার পিছনে কোন্ মানসিকতা কাজ করছে বোঝা যাচ্ছে না। এই টিম বাসে কিংবা ট্রেনেও আসতে পারতেন। সরকারী আমলাতন্ত্রের এ ধরনের রসিকতা জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে বলে তাঁরা মনে করছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা যথারীতি মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও স্থানীয় এম পির কাছে অভিযোগ পাঠিয়েছেন ও তদন্ত দাবী করেছেন।

জঙ্গিপুর কলেজের বিচিত্র বার্তা।

জঙ্গিপুর ঃ স্থানীয় কলেজ কর্তৃপক্ষের অগণতান্ত্রিক ও নিয়মবহির্ভূত কার্যকলাপ সম্পর্কিত বহু অভিযোগ আমাদের দপ্তরে আসছে। জঙ্গিপুর কলেজের কিছু জায়গা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক নাকি বাড়ী করার জন্য ঐ জায়গা কিনে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের দাবী উপেক্ষা করে অন্যকে ঐ জায়গা দেওয়া হচ্ছে কলেজের বইপত্র ও অন্যান্য জিনিস কেনাকাটার ব্যাপারে স্থানীয় বিশেষ একটি অনুগ্রহভাজন প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যদের জানানো হয় না বা তাদের কাছে কোন টেণ্ডার চাওয়া হয় না। উক্ত প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে কলেজের (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

কেন্দ্রীয় সরকারের অফিস ঘেরাও

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১৩ জানুয়ারী নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের কৃষক সংগঠনের ডাকে কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসগুলি ঘেরাও করা হয়। ফলে স্থানীয় ডাকঘর, ব্যাঙ্ক ও সেন্ট্রাল এক্সাইজ অফিস কাজ সম্পূর্ণ অচল হয়ে যায়। কৃষক সংগঠনের এই বিক্ষোভ কেন্দ্রীয় সরকারের পাট ক্রয় নীতির বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়। তাঁদের দাবীগুলির মধ্যে অন্যতম দাবী ছিল জে সি আই মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে চাষীদের কাছ থেকে সমস্ত পাট কেন্দ্রীয় সরকারকে কিনে নিতে হবে।

পঁচাত্তর বর্ষপূর্তি উৎসব

জঙ্গিপুর ঃ স্থানীয় ঐতিহ্যপূর্ণ "সরস্বতী লাইব্রেরী ও ক্লাবের" পঁচাত্তর বর্ষপূর্তি উৎসব গত ২৫ ডিসেম্বর থেকে দশদিন ধরে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হল। বিভিন্ন দিনে আবৃত্তি, বিতর্ক, সঙ্গীত, ছবি আঁকা, কুইজ, একাঙ্ক নাটক প্রভৃতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। টেবিল টেনিস ও ক্রিকেট প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠানসূচির অন্যতম আকর্ষণ ছিল। সরস্বতী লাইব্রেরী ও ক্লাবের প্রযোজনায় "কাগজের ফুল" ও (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর-সংবাদ

১লা মাঘ বুধবার, ১৩৯২ সাল

পৌষ উল্লাস

[দাদাঠাকুর জঙ্গিপুর সংবাদের ২৩ পৌষ, ১৩৫৩ সংখ্যায় পৌষ মাস সম্বন্ধে একটি সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। দেশের সে যুগের সে অবস্থার আজও কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। তাই রচনাটি পুনর্মুদ্রিত করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। রচনার শেষ অংশে প্রকাশিত 'পৌষলার ছড়াটি লোক সঙ্গীতের গবেষকদের কাজে লাগবে বলে মনে করি।

সঃ জঃ সঃ]

পৌষ মাস বাঙলায় সব চেয়ে চরম সুখের মাস। সেই জন্য সুখ দুখের তুলনা-মূলক প্রবাদ প্রচলিত আছে ঃ—

"কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ"

পৌষ মাসকে বাঙলায় লক্ষ্মীমাস বলে। গ্রীষ্মে রোদে পুড়ে বর্ষায় জলে ভিজে কৃষককুল ধান্যের চাষ আবাদ করে, এই পৌষ মাস তাদের সেই কঠোর সাধনার ধন লক্ষ্মীস্বরূপা ধান্য ঘরে আসে, সম্বৎসরের গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনা দূর হয়, এই জন্য বাঙলায় গৃহস্থের ঘরে ঘরে উৎসব হয়। এই উৎসবকে পৌষ পার্ব্বন বলে। আজ বাঙলায় সে দিন নাই; তবুও মাঠে বা বাগানে অবস্থা ভেদে পোলাও, ভাত, খিঁচুরী রেঁধে অনেকে বন্ধুবান্ধব নিয়ে প্রীতিভোজন করে। এই ভোজনের নাম—দ্বাপর যুগের অবতার—হলধর বলরাম, গোপালক শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি রাখালগণের বনে অন্ন ভোজন করার নাম অনুসারে "বনভোজন" নাম দেওয়া হয়। পৌষ মাসের আনন্দ বা উল্লাস বলে পৌষ-উল্লাসের অপভ্রংশ পৌষালী, পৌষালো বা পোষারী নামও বলতে শোনা যায়। এই উৎসব বা আনন্দ বাঙলার হিন্দুর পর্ব্ব হইলেও—এক বাঁচনে বাঁচা, এক মরণে মরা যাদের নিত্যধর্ম্ম সেই হিন্দু ও মুসলমান কৃষক ও রাখাল বালকগণ গ্রীষ্ম ও বর্ষার হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির ফল—ধান পেয়ে সমানে আনন্দ করতো। গোপালক রাখালগণ বাড়ী বাড়ী ছড়া বলে চাল, ডাল, তরকারী সংগ্রহ ক'রে মাঠে ভাত বা খিঁচুরী রেঁধে খাওয়া দাওয়া হৈ চৈ করে পৌষ মাসের আনন্দ বা উল্লাস প্রকাশ করতো। আমরা রাখালদের পৌষ-উল্লাসের ছড়া প্রকাশ করলাম। বাঙলায় সে আনন্দের দিন আবার ফিরে আসবে কি না তা ভবিতব্যই জানে।

কাণা কড়ি কাণা কড়ি ঝুর্ম্মুর বাজে,
বাজুক ঝুর্ম্মুর, লাজুক তাল,
এই ঘরখান জগৎ মাল
জগৎ মালের ঘরখানিরে,
সোনা বাঁধা পাঁচখানিরে
হাঁস লেখো হাসাম্বর,
পাইরা লেখো বত্তিশ জোড়,
বত্তিশ জোড়ে হাম শুয়া,
হামার খেরু (খেলোয়ার) খায় গুয়া,
গুয়া খায় কচমচ, পান খায় পিক ফেলায়।
পিক ফেলাতে লাগলো হুলা,
কে কে যাবি ভিকনটুলি,
ভিকনটুলির কালাপানি
মা চাইতে পুত রাণী,
পুত গেলো তোর আলে ডালে,
মা গেলো মরিচের ডালে,
মরিচ গাছে আলু ঝালু,
তাতে পড়লো গুটিক চাল
গুটিক চালে ঠুনুক বাজে,
তা শুনে পহোর‍্যা (প্রহরী) জাগে,
এ পহোর‍্যা লড় চড়,
তোকে দিব ডাহিন কর, (ডান দিক)
ডাহিন করে সোনার গুট
ধন দে মাধবের বেটি
ধন দে, যাই বেড়াতে,
ও সোনার ফুল যোগাতে,
ও সোনার কর কি ?
সোনার লাঙ্গল বাঁইধ্যাছি।
সোনার লাঙ্গল রূপার ফাল
গাই বলদে জুড়নু হাল
এক পাক, দু'পাক আড়াই পাকে এসেছি
তাতেই লাঙ্গল ভেঙ্গেছি।
হাল থো, পাচনি থো
কান্টার (বাড়ীর পেছন) পিছু হাত পা ধো।
হাত পা ধুয়ে খাবি কি ?
কেটে আন মালতির পাত,
তাতেই দিব আম্বল ভাত।
আম্বল ভাত কচুর মুড়া
তা খেয়ে মাতিল বুড়া
বুড়া বলে ভাই রে,—
পথ ছেড়ে দে বাহির যাই।
বাহির যেতে শিকা লড়ে
ঝু ঝুরিয়ে টাকা পড়ে
একটা টাকা পাইরে—
বাইন্যার দোকান যাইরে।
বাইন্যার দোকানে ঘুঘুর বাসা,
বাইন্যা দেখালে তিন তামাসা।
বল ভাই শিব্বো,
এক সের চাল লটা বড়ি লিব্বো।
যে দিবে আড়ি আড়ি,
তার হবে পাকা বাড়ী।
যে দিবে কুলা কুলা,
তার হবে দুয়ারে গোলা।
যে দিবে পাই পাই (পোয়া)
তার হবে লালচাঁদ ভাই।
যে দিবে মুঠি মুঠি,
তার হবে কান কাটা বেটী।

জঙ্গিপুর মহকুমার অর্থ নৈতিক চালচিত্র

বরুণ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জঙ্গিপুর মহকুমার মির্জাপুরের রেশম শাড়ি এক সময়ে সারা পৃথিবীতে সাড়া জাগিয়েছিল। এখন জীবিকা হিসাবে তুঁত চাষ এবং রেশম-কীট পালনের প্রয়াস ক্রমশই কমে আসছে। তবে এখনও মির্জাপুর ও পিয়ারা-পুরের বহু রেশমশিল্পী তাঁদের প্রাচীন ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

মির্জাপুর গ্রাম বিখ্যাত রেশমের 'গরদ শাড়ি' বোনার জন্য। মির্জাপুরের তাঁতিরাই এই ভুবন বিখ্যাত শাড়ির প্রথম স্রষ্টা। রং করা পাকানো সুতো থেকে গরদ তৈরী হয়। এ শাড়িকে পরে আর ছাপানো দরকার হয় না। গরদের নানা রকমফের আছে—ভেল-ভেট, ভেলভেট সাটিন, কোরিয়াল, ফিতে, ফুলকি ইত্যাদি। পিয়ারাপুর গ্রাম বিখ্যাত গরদের জামা পাঞ্জাবির কাপড় বোনার জন্য। এছাড়া কোরাখান তৈরী হয়। বাইরে থেকে ছাপিয়ে এনে তা 'মুর্শিদাবাদী শাড়ি' নামে সর্বত্র বিক্রি হয়। দেশে ও বিদেশে জঙ্গিপুরে তৈরী রেশম কাপড় শাড়ির রমরমা বাজার আছে।

সরকারী উদ্যোগও সহযোগিতায় কয়েকটি সমবায় সমিতি রেশম বস্ত্র বয়ন ও বিপণনে উল্লেখযোগ্য কাজ করছে। এই শিল্পের একটা বড় অংশ বর্ত্তমানে মাড়োয়ারী ব্যবসাদারদের হাতে আছে।

মির্জাপুরে গরদ তৈরী হয়, কিন্তু উপাদান পাকানো সুতো আসে বাইরে অন্ধ্র থেকে, কিছুটা মালদা থেকে। ফলে দাম বেশি পড়ে যায়। এখানে 'পাকানো সুতো' তৈরী করার ব্যবস্থা করলে এই শিল্প আরও দ্রুত প্রসার-লাভ করবে। রেশম থান ভালভাবে ছাপানোর কাজও স্থানীয়ভাবে হওয়া দরকার। সরকার এবং উদ্যোগী বেসরকারী প্রচেষ্টা যদি এই শিল্পের দিকে যুক্তভাবে নজর দেয় তাহলে জঙ্গিপুর মহকুমা এই জেলা তথা (৩য় পৃষ্ঠায়)

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ নিয়ে আলোচনা সভা

সাগরদীঘি : গত ২১ ডিসেম্বর মোড়গ্রাম সবুজ সংঘের সহায়তায় জেলার তফশীলি জাতি ও উপজাতি বিভাগ সাগরদীঘি হাইস্কুল প্রাঙ্গণে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ নিয়ে একটি আলোচনা সভা করেন। সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা শাসক এম, এন, ব্রহ্মচারী, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে জেলা সভাধিপতি নির্মল মুখার্জী ও হাজারী বিশ্বাস এম, এল, এ। সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কানাইলাল চক্রবর্ত্তী, জেলা তপশীলী জাতি উপজাতি বিভাগের স্পেশাল অফিসার ভোলানাথ ধর, সাগরদীঘির বিডিও নন্দদুলাল ভকত, স্বরাষ্ট্র জেল বিভাগের উপসচিব অতুল দত্ত প্রমুখরাও এই আলোচনা চক্রে যোগ দিয়ে জাতিগত বিভেদ ভুলে সকলকে একত্রে মিলিত হয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে অনুরোধ জানান। আর এস পির পক্ষে হায়াদ আলি ও সি পি এম এর পক্ষে গিয়াসুদ্দিন মির্জাও বক্তব্য রাখেন।

আমরা দাস বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং প্রাঃ লিঃ এর মিঞাপুরস্থ শাখা অফিসের কর্মচারী ও মুন্সাগণ উক্ত কোম্পানীর অন্যতম পরিচালক অশ্বিনীকুমার দাস মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে অতীব শোকাহত। ঈশ্বরের নিকট তাঁহার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি এবং পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা জানাই।

শ্রদ্ধাবনত

দাস বিড়ি ম্যানুঃ কোঃ প্রাঃ লিঃ
মিঞাপুর
কর্মচারীবৃন্দ ও মুন্সাগণ

N. T. P. C. F. S. T. P. P.

CORRIGENDUM

Last date of Sale and receipt of tender document against our tender notice No. FS : 42 : MD : OT-368 : OT-015 for complete supply and erection work of three tier heavy duty and pipe racking storage system consisting of slotted angle racks dated 22-11-85 is hereby extended upto 14-2-86.

Tenderers who have executed such type of job for slotted angle racks to the tune of 25-35 lacs in a year are eligible to quote against this tender which may please be read as an amendment to Sl. No. 3 of qualification and requirements of the above mentioned NIT.

All other terms and conditions of the cited NIT shall remain unaltered.

CHIEF MATERIALS MANAGER

অর্থনৈতিক চালচিত্র

(২য় পৃষ্ঠার পর)

রাজ্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতায় কাটানোয় উল্লেখযোগ্য কাজ করতে পারে।

জঙ্গিপুর মহকুমায় শ্রীকান্তবাটি ও আলমশাহি এলাকার পশমশিল্পও উল্লেখযোগ্য। এখানকার তৈরী দেশী কম্বল ও আসন বিদেশী জিনিষের সঙ্গে গুণগত মানে টেক্কা দিতে পারে। কিন্তু প্রচারের অভাবে এখানকার উৎপাদিত মালের আশানুরূপ বাজার তৈরী হচ্ছে না এবং এই শিল্প ক্রমশই সঙ্কুচিত হচ্ছে।

জঙ্গিপুরের তাঁত বস্ত্রও উল্লেখের দাবী রাখে। এখানে আটপৌরে শাড়ি, চাদর, লুঙ্গি, গামছা ও মশারি ব্যাপকভাবে তৈরী হয়। স্থানীয় বাজার ছাড়াও বর্দ্ধমান ও বীরভূমের বাজারে এই তাঁতবস্ত্র চালান যায়। এই কুটিরশিল্পে ঘরের মেয়েরা উল্লেখযোগ্যভাবে অংশ নেয় এবং অনেক সময়েই মেয়েদের কোমল হাতে বোনা বস্ত্র শিল্প সুষমায় মণ্ডিত হয়।

জঙ্গিপুরের পিতল ও কাংস্যশিল্পীরা জেলার অন্যান্য জায়গার মত এখানেও মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে এবং এই শিল্প ক্রমশই লোপ পেতে বসেছে।

ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হওয়ার পর যদি এই এলাকার জন্য বিদ্যুতের বিশেষ বরাদ্দ হয় তবে মহকুমায় নানা ধরণের কুটীরশিল্প গড়ে উঠতে পারবে। কাগজ তৈরী এবং চটকলের মত কিছু বৃহৎ শিল্পও এখানে গড়ে ওঠার সুযোগ আছে।

জঙ্গিপুরের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে হলে বারহারোয়া-আজিমগঞ্জ-হাওড়া রেললাইনের উন্নতির দিকে নজর দেওয়া দরকার। বর্ত্তমানে এই রেললাইন সভ্য দুনিয়ায় ব্যবহারের উপযোগী নয়।

ফরাক্কা ব্যারেজ তৈরী হওয়ার পর জঙ্গিপুরের উত্তরাঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো দ্রুত বদলিয়ে যাচ্ছে। ব্যারেজ, ফিডার ক্যানেল ও রেলের জন্য জমি অধিগ্রহণ করার ফলে বহু চাষযোগ্য জমি হস্তান্তরিত হয়েছে এবং অনেক কৃষিজীবি ভিন্ন জীবিকা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন। ফরাক্কা ব্যারেজের নির্মাণকাজ চলার সময় বহিরাগত বহু শ্রমিক, কনট্রাক্টর ও নানাধরনের মানুষের আমদানী হয়। ফরাক্কা বেলইয়ার্ডে মজুত লোহালক্কড়, সিমেন্ট, কাঠ, কয়লা ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম ওয়াগন ব্রেকার ও নানারকম অপরাধীদের হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে আসে। এই হঠাৎ টাকার ঝনঝনানি জঙ্গিপুরের যুব সমাজের একটা অংশকে অন্ধকার পথে নামিয়ে দেয়। ফরাক্কা ব্যারেজ দিয়ে উত্তরবঙ্গে যাওয়ার সড়কপথ খুলে যাওয়ার পর এই ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে অপরাধীদের মালপাচার করা, মাল লুঠ করার বড় বড় ঘাঁটি গড়ে উঠছে।

ফরাক্কা থেকে শুরু করে গঙ্গা ও পদ্মার ধার ধার দিয়ে নতুন এক শিল্প গড়ে উঠেছে। চোরাই চালান ও মালপাচার। বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর হাজার হাজার মানুষ আজ এটাকেই ভাগ্য পরিবর্ত্তনের জন্য জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছে। বি-এস-এফ এবং পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে সব কাজকারবার চলছে। দেশের প্রতি আনুগত্যহীন একটা সম্প্রদায়ের হাতে লক্ষলক্ষ কালো টাকার এসে জমা হচ্ছে। আমদানি হচ্ছে বিদেশী অস্ত্র। সুড়ঙ্গপথে তা ছড়িয়ে যাচ্ছে অপরাধ জগতে। মদ ও নারীমাংসের ব্যবসা গ্যাংগ্রিনের মত প্রসারলাভ করছে।

গ্রামেগঞ্জে ব্যাঙের ছাতার মত ভি-ডি-ও ও ব্লু-ফিল্মের জমজমাট আসর গড়ে উঠছে। লেখাপড়া শিখেয় তুলে কিশোর ও যুবকরা সেখানে ভিড় জমাচ্ছে। সমস্ত নীতি ও শৃঙ্খলাবোধ দ্রুত বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। চারুশিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি আর যুবকদের আকর্ষণ করে না। আদর্শহীনতা ও গঠনকর্মের প্রতি অনীহা দ্রুত ব্যাপ্তিলাভ করছে। চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি বেড়ে চলেছে। অপরাধ জগতের সঙ্গে এই সীমান্ত এলাকার পুলিশের সম্পর্কটা কি সেটা ভেবে দেখার মত।

গৌরবোজ্জ্বল অতীত ইতিহাসের ঐতিহ্যবাহী সীমান্তবর্ত্তী এই জঙ্গিপুর মহকুমা আজ দ্রুত অবক্ষয় ও ধ্বংসের পথে নেমে যাচ্ছে। শহীদ নলিনী বাগচীর জঙ্গিপুরের রাজনীতি আজ ঘোলাজলে শিকার সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। ভোটভিখারী ধান্ধাবাজ রাজনৈতিক নেতারা জেনেশুনে দেশের প্রতি আনুগত্যহীন, চোরাকারবারী ও মালপাচারকারীদের সঙ্গে আঁতাত করে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। তাদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রশ্রয়ে অন্ধকারের জীবদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। এ জিনিষ অবাধে চলতে থাকলে মহকুমার জনজীবনে ব্যাপক ধ্বংস নামা রোধ করা যাবে না। আমরা কি সেই পথেই এগিয়ে যাব?

চাষীরা ফিরে গেলেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পনেরটি সারকেলে একশটি কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। বোরো মিনিকিট এবং প্রদর্শন ক্ষেত্র মিলিয়ে কভার করা হচ্ছে ২৭৫ হেক্টর জমি। মিনিকিট বিলি সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রদর্শন ক্ষেত্রগুলিতে কৃষি প্রযুক্তি সহায়কদের সহায়তায় স্কিপ রো পদ্ধতিতে সারিতে ধান রোয়ার কাজ শুরু হয়েছে। সাগরদীঘি কৃষি বীজ খামার থেকে সরকারী অনুদানে এল আর পি পি-তে আই ই-টি ৪০৯৪ ও আই আর ৩৬ জাতের উচ্চ ফলনশীল ধানের সারটিফায়েড বীজ বিক্রীর ব্যবস্থা করা হয়েছে সাড়ে সাত টন। বিক্রী ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। কৃষি যন্ত্রপাতির মধ্যে স্প্রেয়ার, ড্রন, ডাষ্টার এবং প্যাডি থ্রেসার বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে সরকারী অনুদানে। স্প্রেয়ার নিয়ে এগ্রো ইণ্ডাস্ট্রিজ যা কাণ্ড করেছেন তাতে অন্যান্য যন্ত্রপাতি বিক্রীর সময় কি যে ঘটবে তা নিশ্চিত করে এখনই বলা যাচ্ছে না। কারণ স্প্রেয়ারগুলি পরীক্ষা করে মহকুমা কৃষি আধিকারিক নিজের চোখে দেখেছেন দু'রকম স্প্রেয়ার নিয়ে আসা হয়েছিল —বেন এগ্রোর এক রকমের আর বাজার থেকে কম দামে কেনা 'বেন এগ্রো' ছাপ মারা আর এক রকমের।

খেলার খবর

জঙ্গিপুর : নিউ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ১৯৮৬ সালের জাতীয় স্কুল গেমসের এ্যাথলেটিক বিভাগে জঙ্গিপুর হাই স্কুলের ছাত্র শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ১০০ মিঃ দৌড়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে।

শিক্ষক প্রয়োজন

ডেপুটেশন ভ্যাকান্সিতে একজন পাশ বি, এস, সি (পদার্থ বিজ্ঞান) শিক্ষক প্রয়োজন। শিক্ষণপ্রাপ্ত বাঞ্ছনীয়। ইচ্ছুক প্রার্থীদের আগামী ইং ২৬-১-৮৬ বেলা ১১টায় শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় মার্কশীট ও প্রত্যয়িত নকলসহ নিম্নোক্ত ঠিকানায় নির্ব্বাচক মণ্ডলীর সামনে হাজির হতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সম্পাদক
১৫-১-৮৬ মনিগ্রাম জু: হাই স্কুল

বিচিত্র বার্ত্তা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

একজন করণিক ও কিছু অধ্যাপকের অশুভ আঁতাত সম্পর্কিত অভিযোগ ইতিপূর্বে জেলার একাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কমার্স বিভাগে জনৈক অধ্যাপককেও নাকি নিয়মবহির্ভূত উপায়ে নিয়োগ করা হয়েছে। চেতনাসম্পন্ন কিছু নাগরিকের বক্তব্য, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী গভর্নিং বডিতে ভোটের জোরে সবকিছুই পাশ করিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জনসাধারণকে জবাবদিহি করার দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

পঁচাত্তর বর্ষপূর্তি উৎসব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

"কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ" যাত্রাভিনয় প্রদর্শিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা এবং বহিরাগত অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গীত ও গীতিনাট্য পরিবেশিত হয়। প্রথম দিনে স্থানীয় শিল্পীরাও একটি গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। এই উৎসবের স্মারক হিসাবে জঙ্গিপুরের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তথ্য ভিত্তিক আলোচনাসমৃদ্ধ একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উৎসবকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন ধরে জঙ্গিপুরের নিস্তরঙ্গ জীবন আনন্দে মেতে ওঠে।

নিখুঁত টিভি
প্যানোরামা
এক বছরের গ্যারান্টিসহ
বিক্রেতা :
টেলিষ্টার ইলেকট্রনিক্স
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ
বি: দ্র: টিভি সারভিসিং করা হয়।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রো: রতনলাল জৈন
পো: জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্যব্যবহারের জন্য
সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার
এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।
সহজ কিস্তিতে বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

ফোন: ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর স্পাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ
সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুরদোকানের
VIP সেন্টারে
এজেণ্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

সাহা ক্যাটারার
(বিয়ে বাড়ী ও ক্যাটারিং)
এ শহরে সর্বপ্রথম বিবাহ ও আপনার যাবতীয় অনুষ্ঠানে শহরের উপকণ্ঠে বাড়ী ও ক্যাটারিং এর সুব্যবস্থা করা হয়েছে।
(অল্প খরচে রুচিসম্মত খাদ্য ও বাড়ী ভাড়ার সুযোগ নিন।)
যোগাযোগ স্থান : শ্রীহরিপ্রসাদ সাহা, ম্যাকেঞ্জি মাঠের সম্মুখে ও পণ্ডিত ষ্টেশনার্স, রঘুনাথগঞ্জ।

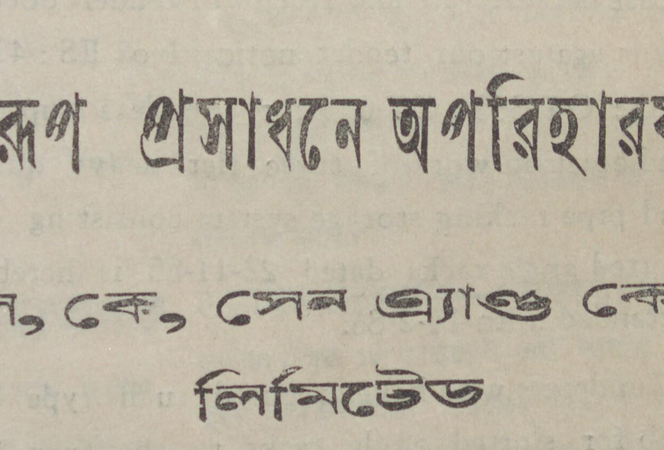

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।